পিছে ফেলে আসা সময়ের গল্প

গল্প এক

রাত সাড়ে নয়টার দিকে ড্যনফোর্থ এভিনিউ থেকে গাড়ী করে ওয়াডেন এ যাচ্ছি । গাড়িতে মিতা হকের সিডি বাজছে , সুনসান নীরব রাস্তা নিঃশব্দে গাড়ি চলছে ,আমি কনাকে বললাম ' একটু জোরে গাড়ি চালা ,অসুবিধা কি ? রাস্তা তো ফাকা , কনার ভয়ার্ত জবাব 'খবরদার ভুলেও বলিস না ,পুলিশ কোনদিক থেকে আসবে টের ও পাবি না একবার টিকিট দিলে সারাজীবন আর সোজা হয়ে দাড়াতে হবে না ।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে আমার দেশ । রংপুর থেকে ঢাকা ফিরছি , বেপড়োয়া ড্রাইভার গাড়ি চালাতে গিয়ে রাস্তায় চলন্ত ভ্যান চালককে উল্টে দিয়ে হেল্পারকে চিৎকার করে বলল, চুৎমারানির পুতরা গাড়ি চালানোর সময় আমাগো দেখবো না , দুই হাত দুরে দুই পুলিশ দাড়ায়ে গল্প করছে ।

দেশের কর্তব্যপরায়ন এই অতন্দ্রপহরীদের দেশের সাধারন মানুষ তাদের রক্ত আর ঘামের পয়সা দিয়ে পুষছে বছরের পর বছর। সাধারন মানুষ থেকে উচ্চবিত্ত সবাই এই রক্ষীদের হাতে বন্ধী । যাদের টাকা আছে তারা হয়তো সাময়িক ঝামেলা থেকে রক্ষা পায় কিন্ত জীবন রক্ষা হয় না । অন্যদিকে গরীব মানুষ বেঘোরে প্রান হারায় । বাংলাদেশের পুলিশ আজ সব অসম্ভবকে সম্ভব করেছে আর তাদেরকে নীরবে মদদ দিচ্ছে মাত্র গুটিকয়েক মানুষ।

গল্প দুই

অনেকদিন আগে আমাদের ধানমন্ডির বাড়ীতে আমার ছোটবোনের এক বান্ধবী এসছিলো । মেয়েটির বর পুলিশে চাকরি করে ,আমি মেয়েটিকে জিজেস করলাম তোমরা কোথায় থাকো , মেয়েটির সপ্রতীভ উত্তর 'আমার বিয়ে হয়েছে মাত্র একবছর হলো,শশুড়/শাশুড়ির সাথে আছি , আগামী বছর নিজের ফ্লাটে উঠবো , মেয়েটি আরো যোগ করলো -- বুঝলেন আপা ,ও তো পুলিশে চাকরি করে বিয়ের পর থেকেই জানি এরা চোর,তাহলে আর কষ্ট করবো কেন ,নিজের বাড়ী /গাড়ী সব করে নেব। উল্লেখ্য মেয়েটির বাবা একজন সৎ পুলিশের কর্মকর্তা । বাংলাদেশে এখন সততা/অসততা অর্থবদের বুলি । আমার প্রিয় শিক্ষক সরদার ফজলুল করিম বলেছিলেন 'সৎ মানুষ আর কয়দিন পর যাদুঘরে রাখন লাগবো, । দেশে সেই সময় এসে গেছে , সারাজীবন সৎ থাকা একজন বাবা নিজের সন্তানদের সাথে সততা নিয়ে আলোচনা করেন না বরং জেনারেশন গ্যপ এর নামে ভয়ে সিটিয়ে থাকেন --আর সেই চোরাবালিতে ডুকে অজস্র চুরি ডাকাতি হয়ে যায় হালাল রুজী । ছোটবোনের সেই বান্ধবীর বাবাকে একদিন বললাম,মেয়েজামাই এর জন্য আপনার খারাপ লাগে না ? ভদ্রলোক জানালেন মেয়ে তাকে বলেছে ,তুমি সৎ থেকে যে ভূল করছে আমরাও তা করবো নাকি।

সমাজে একদিনে ধস নামে না , অন্ধকারে পতিত বাংলাদেশের দায় আজ তাদের নিতে হবে যারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন । যাদের ব্যর্থতার কারনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধংস হচ্ছে।

শেষ করার আগে

দেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দুরে থেকেও মনে হয় দেশটির প্রতিমুহুর্তের নিঃশ্বাস আমাদের এখানকার জীবনের সাথে মিশে আছে । প্রযুক্তির এই বিরল সম্ভবনাকে সময় সময় অস্বীকার করতে ইচ্ছে করে ।নির্ঘুম দুপুরে যখন চারদিক নীরব থাকে তখন গিয়ে বসি ইন্টারনেটের সামনে ,ভেসে উঠে দেশ ,দেশের মানুষের প্রতিদিনের খবর , পিছে ফেলে আসা প্রিয় দেশটা তখন আর ১২ হাজার মাইল দুরে থাকে না , মনে হয় যে সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে এতদুরে এসছি ,সেই-ই আমার নিত্যসংগী।

আমি যখন এইট/নাইনে পড়ি তখন আমার পরীক্ষার ফল দেখে এক শিক্ষক বলেছিলেন ,তোমার তো সবাংগে ব্যাথা ওষুধ লাগাই কোথা । গত দুইমাস হলো দেশের বাইরে এসছি , দেশ থেকে আসার আগে মনে মনে পণ করেছিলাম বিদেশে গিয়ে কোন লেখালেখি করবো না , একটি সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য কষ্ট পাওয়া এক ধরনের ভন্ডামী । কিন্ত সত্যি কি তাই ? বোধের কতটা দারিদ্র্য থাকলে ঢাকায় বসে ওভাবে ভেবেছিলাম । ব্যক্তি মানুষ যেখানেই থাকুক সে ফিরে যায় তার অতীতে ,তার শিকড়ে , বার বার মনে হয় কেন আমরা সামান্য অবদান রাখতে পরলাম নিজের দেশের জন্য ,কেন ডুবে থাকলো আমার দেশ অন্ধকারের অতলে , পত্রিকায় যখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তি পড়ি তখন মুখে দলা দলা থুতু জমে , কারন আমাদের মতো একটি দেশ নিয়ত্রন করে মাত্র গুটিকয়েক মানুষ যারা নিজেদের সুবিধা আর স্বার্থের বাইরে একটি চিন্তাও কোনদিন করেনি , ৯৯ জন মানুষ আজ ওই ১ ভাগ মানুষের হাতে বন্ধী । দিনের আলোয় যারা বিভক্ত হয়ে কথা বলে , একে অপরের বিরুদ্ধে লাগেন , রাতের অন্ধকারে তারা এক হয়ে যান , ভাগ বাটোয়ারা করেন ,নিজেদের হিসেব মিলে গেলে চিয়ার্স করেন ।মাঝখানে বসে একদল মানুষ সারাজীবন ব্যর্থতার দায় বহন করে ,না পারে জয়ী হতে ,না পরে জীয়দেরকে এক মুহুর্তের জন্য মেনে নিতে । ফেলে আসা স্মৃতি ই নিয়েই এদেশে বাস , রাতের অন্ধকারে বার বার ঘুম ভেংগে গেলে মনে পড়ে ব্যার্থ এক অগ্রজ প্রজন্মের কথা যারা আমাদেরকে শিকড়বীহিন করার প্রক্রিয়াতে সফল হয়েছেন , আর আমরা তৈরী করছি আমাদের সন্তানদের যাদেরকে বাংলাদেশ নামক দেশটিকে জানতেও হবে না ।

লুনা শীরিন , ক্রিসেন্ট টাউন , অন্টারিও।